# ইবলিশের পাখায় আগুন দিলো ইরান

ছোবহদার মোঃ আবদুস সাত্তার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ইবলিশের পাখায় আগুন দিলো ইরান

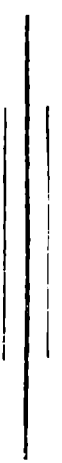

চোকদার মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার

www.pathagar.com

ইবলিশের পাখায় আগুন দিলো ইরান

প্রকাশক : চোকদার মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার
গ্রাম— সাপতানা
ডাক, থানা ও জিলা—লালমনির হাট
বাংলাদেশ

প্রকাশকাল : ১লা অক্টোবর ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ
৪ঠা মহররম, ১৪০৫ হিজরী

মূল্য : পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : জাতীয় মুদ্রণ
১০৯, হৃষিকেশ দাস রোড,
ঢাকা—১

IRAN BURNS DEVILS WINGS

Written by ; Chokdar Muhammad Abdus Sattar
Date of Publication ; Ist October, 1984
Price : Taka Five only.

www.pathagar.com

# লেখকের কথা

আল্লাহর রাহে ইরানীরা দিয়েছে জীবন
সফল হয়েছে যে ওদের যিহাদের পণ।
আল্লাহ্‌র জীবন-বিধান কায়েম করেছে ওরা
তাই কুলমুসলিম মিল্লাতে পড়েছে সাড়া।
ঐ শাহাদতের রক্ত বিচ্ছুরিত আলো
মুসলিম দুনিয়ারে উদ্ভাসিত করলো
সচেতন উজ্জীবিত করলো মুসলিম জাহান
হীনমন্যতার উদাসীনতার করলো অবসান।
মুসলমানের অবনত মস্তক করেছে উন্নত
ওরা ইসলামের স্বার্থরক্ষায় তৎপর সতত।
মুসলমানের ঐতিহ্য এনেছে ফিরিয়ে,
তাই'ত ওদের তরে এ পুস্তক লিখে দিয়ে
শাহাদাতের বিজয়গান গেয়ে
সমাপ্ত করছি আমার এ নিবেদন।

চোকদার মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| ইরান এক বিস্ময় | ৭ |
| সকল কুফর শক্তি একজাতি | ৭ |
| ওরা নেপথ্যের সূতার টানে নেচে বেড়ায় | ৯ |
| ইসলামের আসল দুশমন কারা | ১১ |
| পশ্চিমা পুরস্কার কারা পায় | ১৩ |
| জিহাদই হচ্ছে বিজয়ের চাবিকাঠি | ১৪ |
| ইসলামী ঐক্য কেন প্রয়োজন | ১৪ |
| আল-কোরানের আলোকে মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | ১৫ |
| আল্লাহ-ই সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক | ১৬ |
| বনু নজির গোত্রের ঘটনা | ১৭ |
| মুসলমানরা কেন পারস্য আক্রমণ করলো | ১৮ |
| ইবলিশের পাখায় ইরান আগুন জালিয়েছে | ১৯ |
| একমাত্র ইরানেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত | ২১ |
| শিয়া মতবাদ ও ইরান | ২২ |
| শিয়াদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা | ২৩ |
| জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী বিপ্লব | ২৫ |
| সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর অন্তরালে | ২৬ |
| সৌদী কর্তার ইচ্ছায় | ২৭ |
| বনি সদর ও নওবারী প্রসঙ্গ | ২৮ |
| মুসলিম দুনিয়ার ভাগ্য ইরানের সঙ্গে গাঁথা | ৩০ |
| আমার আবেদন | ৩১ |
| দু'টি প্রশ্নের জবাব | ৩১ |


www.pathagar.com

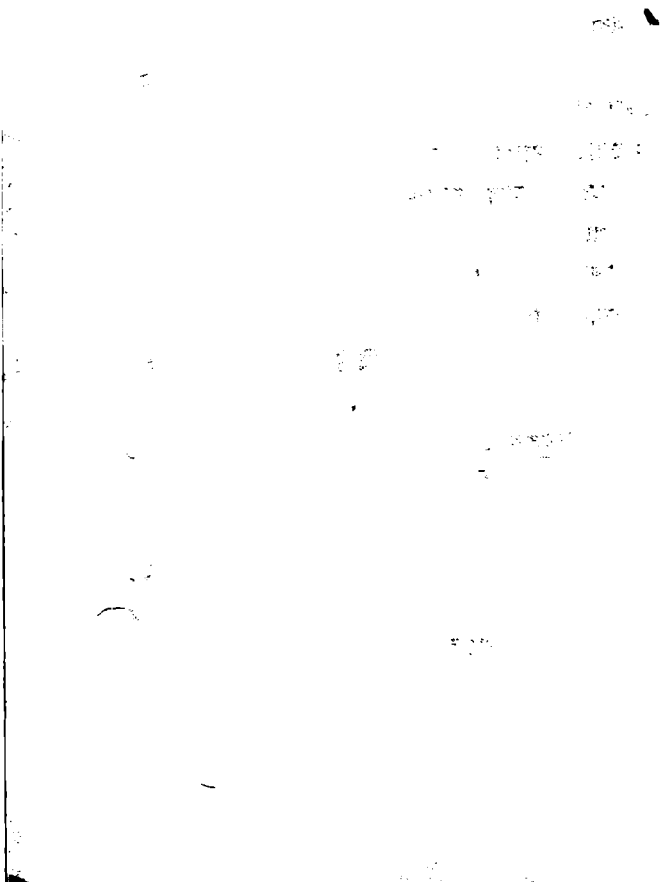

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ইবলিশের পাখায় আগুন দিলো ইরান

## ইরান এক বিস্ময়

সারা দুনিয়ার কাছে আজ ইরান এক বিস্ময়। আমার' মনে হয় যেন অদৃশ্য জগৎ থেকে এক গ্রেনেড আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ্ খোমেনীর নিকট নাজিল হ'ল আর ইসলামী আন্দোলনের সে সিপাহশালার গ্রেনেডের ডেটোনেটর পিনখানা উন্মুক্ত করলেন, বিস্ফোরিত হলো সারা দুনিয়ার ইসলাম পাগল মানুষ, স্তম্ভিত-প্রকম্পিত হলো ইসলাম বিরোধী বিশ্ব। আলোর আগমনে আঁধার বিদূরিত হয়। অন্ধকারে বিচরণকারী নিশাচরের দল কিংবা গোপন অবস্থানে লুকিয়ে থাকা কালভূজঙ্গ, সূর্যোদয় দেখে ওরা ভয় পায়, তাই সূর্যের সঙ্গে ওদের চিরবৈরীতা। মুসলমানদের এ জাগরণ দেখে অমুসলিম জগৎ হলো গলদঘর্ম। 'টাইমস' পত্রিকার প্রতিবেদনে তাই গুরুগম্ভীর ভাষায় মন্তব্য করা হলো, "আধুনিক তিক্ত ফল দ্বারা বিতৃষ্ণ হয়ে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অতীত ঐতিহ্যের প্রতি উদ্দীপনাময় গর্বের কারণে মুসলমানরা পুনরায় তাদের আধ্যাত্মিক শক্তির অন্বেষণ করছে, সংহত করছে ইসলামী জীবন বিধানের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে।----সমগ্র উম্মা পুনর্জাগণের দিকে ধাবিত হচ্ছে।" অতএব তোমরা সাবধান। ম্যাডাম থ্যাচারও একই সাবধান বাণী উচ্চারণ করছেন।

## সকল কুফর শক্তি একজাতি

আমরা জানি, "সকল কুফর শক্তি (ইসলামের বিরুদ্ধে) একজাতি।" জামাল নাসের রাশিয়ার ক্রীড়নক হিসেবে সর্বত্র পরিচিত ছিল। তার তাবেদারীর বিনিময় হিসেবে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল রাশিয়া। ১৯৬৭ সালে মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেল। সে যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে মিশরের অবস্থা ছিল বিজয়ের দিকে। শুধু তাই নয়, এক বিশেষ মুহূর্তে মিশর ইসরাইলের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলো ধ্বংস করতে চলছিল। এজন্যে মিশরের মিসাইলগুলো আলেকজান্দ্রিয়া বিমান ঘাঁটিতে ছিল আক্রমনোদ্যত। যে মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটবে তার পাঁচ মিনিট পূর্বে আলেক-

www.pathagar.com

জান্ত্রিয়া বিমান ঘাঁটিস্থ সকল মিসাইল ও যুদ্ধ বিমানগুলো ইসরাইলী বিমান হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। কিন্তু কে ইসরাইলকে গোপন সংবাদ সরবরাহ করলো? মিশরের সশস্ত্র বাহিনীতে রাশিয়ার সামরিক উপদেষ্টাগণই কার্যরত: ছিলেন এবং আকাবা উপসাগরে রাশিয়ার নৌবাহিনীর জাহাজগুলোই বিচরণ করছিল। সে সব জাহাজে র‍্যাডার যন্ত্রও ছিল। মরুভূমি-প্রায় এলাকা বিধায় ইসরাইলের বিমান ঘাঁটি থেকে জঙ্গী বিমান আকাশে উড্ডীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের র‍্যাডার যন্ত্রে ধরা পড়ার কথা। কিন্তু রাশিয়ার পক্ষ থেকে দু:খ প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই করা হয়নি। অপর পক্ষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র মুসলমানদের সঙ্গে অধিকতর প্রহসন ও প্রতারণামূলক আচরণ দেখিয়ে আসছে। আমেরিকাই ইসরাইলের জন্মদাতা এবং শক্তির মূল উৎস। শুভ অভিপ্রায় থাকলে অবশ্যই তার পক্ষে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান দান সম্ভব। কিন্তু সে চায় ইসরাইলকে তেল সমৃদ্ধ আরবের বুকে একটা ফোঁড়া হিসেবে জিয়িয়ে রাখতে। সর্বাবস্থায় মুসলমানদেরকে সংঘর্ষে লিপ্ত রেখে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি, সামরিক শক্তির অগ্রগতি ব্যাহত করা এবং অস্ত্র বিক্রয়ের একটা স্থায়ী বাজার বজায় রাখার জন্যেই আমেরিকা উলঙ্গভাবে ইসরাইলের সমর্থন করছে। অস্ত্র, এমনকি সৈন্যও যোগান দিচ্ছে। মহানবী (স:)-এর বাণী'ত আর মিথ্যা হতে পারে না? আজকে ইরান বিরোধিতার অন্তরালে সে একই কারণ নিহিত। ইরানের বিপ্লবী ঢেউ বাতিল শক্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাক কিংবা তাদের সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী শক্তি নিশ্চিহ্ন হোক এটা তারা চাইবে কেন? তাইতো দেখছি, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিগান ইসরাইলকে নসিহত প্রদানের অভিনয় করছেন যে, মধ্যপন্থী বাদশাহ হোসেনের জর্দানকে ইরান বিরোধী শক্তি হিসেবে দাঁড় করাবার জন্যে সামরিক অস্ত্রসস্ত্রসহ মিসাইল সরবরাহের যে আমেরিকান পরিকল্পনা ইসরাইলের উচিত নয় সেটাতে বাধা সৃষ্টি করা। অপরদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যেও ইরানের ব্যাপারে নিদ্রাহীনতার রোগ শুরু হয়েছে। রাশিয়া আজ প্রতিজ্ঞা নিয়েছে যে, সাদ্দামের পতন হয়ে ইরাকে ইরানপন্থী একটা মৌলবাদী সরকার কায়েম হোক সেটা কিছুতে হতে দেয়া যাবে না। তাই তারা সাদ্দাম সরকারকে রক্ষার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে আসছে এবং হয়তো স্বীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে অন্যকোন ক্রীড়নকের দ্বারা দ্বিতীয় পর্যায়ের রক্ষাব্যূহ রচনার কাজেও তৎপর রয়েছে। এখানে পুঁজিবাদী আমেরিকার সঙ্গে সমাজবাদী রাশিয়ার স্বার্থ এক, তাই যৌথ উদ্যোগ কাজ করছে। যা'ক এ সকল ঘটনাবলী থেকে কোন সিদ্ধান্তে

www.pathagar.com

উপনীত হওয়া যায়?---ইরান যে শত্রুতার সম্মুখীন হচ্ছে সেটা তার কর্মফল নয়, সেটা হচ্ছে বাতিলের কানুনী ফেতরাৎ কর্তৃক সৃষ্ট আচরণ। মহানবী (সা:)-এর জীবনে এমনটি ঘটেছে, ইরানের ব্যাপারেও ঘটছে, অন্যক্ষেত্রেও ঘটবে। আজ এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, এখানেই ইরানের শ্রেষ্ঠত্ব। সারা দুনিয়ার মুসলমানরা যখন অন্ধকারে দু' একটা গুলী ছোঁড়া কিংবা দুশমনের গায়ে দু'একটা আঁচড় কাটা ভিন্ন অন্য কিছু করতে পারছে না, সেক্ষেত্রে ইরান একটা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমই শুধু করেনি, দুশমনদের বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। এরপরও দুশনমরা ইরানকে তেল সিঁদুর দিয়ে বরণ করে নিবে এমনটি আশা করা নির্বুদ্ধিতা নয় কি? কেউ বিরোধিতা করে বলেই ন্যায় ও সত্যের ঝাণ্ডা নামিয়ে দিতে হবে এমনটি কি মুসলমানের কাজ হতে পারে?

## ওরা নেপথ্যের সূতার টানে নেচে বেড়ায়

ইসলামের প্রত্যক্ষ দুশমনদের পক্ষ থেকে যে বিরোধিতা আসে সেটা মুসলমানদের বড় একটা ক্ষতি করতে পারে না। মুসলমানরা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ হয় মুসলমান নামধারীদের দ্বারাই। এটাই ঐতিহাসিক সত্য। এক ধরনের বুদ্ধিজীবি যারা উচ্চপদ ও বুদ্ধিগত যোগ্যতা থাকার কারণে আমাদের সমাজে বিরাট প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। এদের একটা বিরাট অংশ ইসলামের ক্ষতিসাধনে সর্বাধিক উদ্যোগী। অবশ্য এ উদ্যোগ তাদের সৃষ্টি হয় বিদেশী প্রভুদের পক্ষ থেকে আর্থিক আনুকূল্য লাভের কারণেই। এরা হচ্ছে পরাশক্তির কেনা গোলাম কিংবা সে পুতুল দল যা' নেপথ্যের সূতার টানে নেচে বেড়ায়।

অবশ্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা ইসলামের মুখোশ বা ভিন্ন কোন আদর্শের মুখোশ কিংবা মানবতার কল্যাণকামীর ছদ্মাবরণে ইসলামের দুশমনীতে অবতীর্ণ হয়। এরা মুনাফিক, ঘরের শত্রু বিভীষণ, তাই আল্লাহর কাছে এরা সর্বাধিক নিন্দনীয়, ঘৃণীত। পরকালে'ত আল্লাহর কাছে এদের জবাবদিহি করতেই হবে, তবে ইহকালেও তাদের মুখোশের অন্তরালের প্রকৃত রূপটি প্রকাশিত করে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। ইরানের ব্যাপারেও কিন্তু এ সাঙাতের দল বসে নেই। ইসলাম বিরোধী প্রচার মাধ্যমসমূহের মিথ্যা প্রচারণাগুলোর উপর ভর করে এবং অন্যান্য কৌশল প্রয়োগ করে এরা ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করতে আদাজল খেয়ে লেগেছে এবং নিজ নিজ দেশের জাতীয় পত্রিকাগুলোকেও তারা নিজেদের হীন-উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। কিন্তু এরা যে কত নীচ এবং বিদেশের বা বিজাতীয় আদর্শের সেবা দাসত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে এরা কি

www.pathagar.com

ধরনের দেশদ্রোহীতা, অমানবিকতা এবং হঠকারীতার প্রশ্রয় নিতে পারে তারই দু'একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ইরানের প্রখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতা কিয়ানূরীর কথাই ধরা যাক। তিনি কোন সাধারণ লোক নন। বরং ইরানী বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে অন্যতম এক ব্যক্তিত্ব, অথচ সারাটা জীবন রাশিয়ার সেবাদাসত্ব করে যে ফল তিনি লাভ করেছেন তা হচ্ছে, ইরানের কোটি কোটি জনতার ঘৃণা এবং দেশদ্রোহীতামূলক তৎপরতার অপরাধে মৃত্যুপ্রহরের প্রতিক্ষারত বিভীষিকাময় বন্দী জীবন। দেশ উদ্ধারের নামে, আদর্শের নামে যে ধরনের মহৎ কার্যাদি তিনি এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা সম্পাদন করেছেন তারই কিছু উদাহরণ উপস্থাপিত করছি। কিয়ানূরী রাশিয়ার স্বার্থে কেবলমাত্র রাশিয়াকে উত্তর ইরানে তেলক্ষেত্রগুলো হতে তেল উত্তোলনের অধিকার দানের বিষয়টিই সমর্থন করেননি সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী আমেরিকা ও ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিও তিনি নিজ পত্রিকা 'মারদুম' মারফৎ সমর্থন জানিয়েছেন। গোয়েন্দা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে রাশিয়ার পক্ষে গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালিত করেছেন। এতটুকুই নয় রাশিয়ার নিকট ইরানের সামরিক গোপন তথ্যাবলীও পাচার করেছেন। যদিও সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে অন্যায় এবং আদর্শের জন্যে ক্ষতিকর তথাপি রাশিয়ার নির্দেশেই রেজাখানের রাজতন্ত্রী সরকারকে নির্লজ্জ-ভাবে সমর্থন করেছেন এবং মদদ জুগিয়েছেন। এ বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক, অধ্যাপক আলাউদ্দীন, দাউদ হায়দার, এনামুল হক গংরা ইসলাম ও প্রিয় নবী (সঃ)-এর প্রতি অবমাননাকর উক্তি করে জনতার রুদ্ররোষে ডাষ্টবিনে নিক্ষিপ্ত হল। অথচ তারা জানত পরিণতি এমনটিই হবে। কিন্তু সেবাদাসত্ব করতে গেলে বিবেকের বিরুদ্ধে ও মনিবের মনোরঞ্জনের জন্যে অনেক কিছুই করতে হয়। হযরত প্রভুর নির্দেশ ছিল, "পরীক্ষা করে দেখ, বাঙালীর ধর্মীয় চেতনা কতটুকু অবশিষ্ট আছে।" আর যায় কোথায়, মনিবের বাহাবা কুড়ানোর জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল এ সাঙাতদল। বাংলাদেশে গোয়েন্দা তৎপরতা চালনার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ট্রান্সমিশন যন্ত্র গোপনে আমদানি করলো রাশিয়ার দূতাবাস। টু শব্দটি করলো না এ বংশবদের দল। সারা দুনিয়ায় আধিপত্যবাদের,--সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে এরা বিষোদ্গার করে বেড়ায় অথচ রাশিয়ার আধিপত্যবাদী শক্তি আফগানের বুকে যে বলাৎকার চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে এরা সম্পূর্ণ নীরব কিংবা রাশিয়ার সমর্থকের ভূমিকাই পালন করছে। মুসলমানদের উপর অত্যাচার হচ্ছে অথচ মুসলমান নামধারী এ বিশ্বাসঘাতকের দল মর্মাহত না হয়ে দুশমনকেই বরং সমর্থন জানাচ্ছে। দুশমনকে যারা সমর্থন করে তারাও কি দুশমন নয়? এদের চিনতে হবে। স্বার্থের বিনিময়ে দেশ, জাতি, ইমান, আদর্শ সবই বিকিয়ে

www.pathagar.com

দিতে পারে এরা। এদের সমগোত্রীয়রা ইরানের বিরুদ্ধাচারণ করবে না তো করবে কি? আলেমদের মধ্যেও একটি শ্রেণী কেউবা বুঝে কেউ বা না বুঝে ইরানের বিরুদ্ধে সোচ্চার। যারা অজ্ঞতার কারণে বিরোধীতা করে তারা নেহায়েতই করুণার পাত্র। কিন্তু যারা সজ্ঞানে আত্মস্বার্থের জন্যে ইরান বিরোধী ভূমিকা পালন করছে তাদের স্বরূপ আমাদের জানতে হবে। আমাদের দেশের জনৈক স্বনামখ্যাত মওলানা ইরাকের দাওয়াৎ পেয়ে ইরাক ভ্রমণ করে এসে ইরানের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছেন বড়ই উৎসাহের সঙ্গে। এ মওলানা তো সে ব্যক্তি, বাংলার সচেতন মানুষের কাছে যে একজন সরকারী দালাল, প্রতারক হিসেবে পরিচিত। এমনি সব বিজাতীয় আদর্শের ক্রীড়নক, বহিঃশক্তির এজেন্ট তথাকথিত বুদ্ধিজীবি এবং স্বার্থান্ধ আলেমরাই ইরানের বিরুদ্ধাচারণ করে আসছে, ইরানী বিপ্লবের ভাবমূর্তি বিনষ্টের চেষ্টা করছে।

## ইসলামের আসল দুশমন কারা

ইসলামী আদর্শের সর্বাধিক ক্ষতিসাধন করে আসছে বিভিন্ন মুসলিম দেশের ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কারণে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন অমুসলিম দেশের অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক উন্নতি দর্শনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি এদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ অনুরাগ জন্মে। পশ্চিমা সভ্যতার এ দাসানুদাসগণ সবকিছু বিচার করেন ইউরোপীয় বা লালসাম্রাজ্যবাদের চশমা দিয়েই। ইসলামকেও তারা সে মানদণ্ডে বিচার করে। মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেনা বলে ইসলামের বিরুদ্ধেই তাদের মন রায় দিয়ে বসে। অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের সংস্কার ও পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে কিংবা সামাজিক পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য করে ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে না এরা। অথচ এরা যদি ইসলামকে কোরআন ও হাদীসের মানদণ্ডে রেখে বিচার করতো এমনটি ঘটতো না। যা'ক প্রকৃত সত্য হচ্ছে, দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতার কারণে এবং ইসলাম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অবর্তমান থাকার দরুন এরা ইসলামের সঠিক মূল্যায়ন করতে অক্ষম হয়। অনেকে সত্যকেই তলিয়ে দেখেন না। বৈজ্ঞানিক উন্নতির বিষয়টিই ধরা যাক। ইউরোপ আজ যে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন করেছে সেটা কি তাদের আদর্শের কারণে? মোটেই নয়। কেন হাজার হাজার ব্রিটিশ বা আমেরিকানবাসী আজ মুসলমান হচ্ছে, তারা'ত আমাদের মত অভাব-গ্রস্থও নয়? গোটা পশ্চিমা সমাজে বর্তমানে এক বিরাট আদর্শ শূণ্যতা বিরাজ করছে, তারা নতুন কিছু চাচ্ছে। অপরদিকে বৈজ্ঞানিক উন্নতি তো

www.pathagar.com

ব্যাহত হয়নি। আদর্শ অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমত্তা বা ধীশক্তিকে বৃদ্ধি করে দিতে পারে না। সেগুলো আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের আভ্যন্তরীণ গুণ। জগদীশ চন্দ্র বসু এ বাংলার বুকেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সে' হিন্দুসমাজে যারা আজও সেলাইবিহীন উত্তরীয় পরিধান করেন গর্বের সঙ্গে। আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিমান নেতৃবৃন্দ এতই হতভাগা যে নিজেদের জাতীয় আদর্শের বা ঐতিহ্যের বিষয় তারা মাথা ঘামাবার প্রয়োজনীয়তা মোটেও অনুভব করেন না। তারা যে বিজাতীয় আদর্শের ক্রীড়নক সাজে এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যে, বৃহৎশক্তির মদদ ছাড়া ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব এমনটি ক্ষমতাসীন মুসলিম নেতৃবৃন্দ ভাবতেও পারেন না। তাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষমতায় টিকে থাকা। তারা কখনও পরাশক্তিকে বৈরী বানাতে চায় না। প্রয়োজন হলে এ'ক্ষমতালিপ্সু দল জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েও প্রভু রাষ্ট্রের মনোরঞ্জন করতে কুণ্ঠিত হয় না। স্বার্থান্ধ এসব মুসলমান আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে নিজেদের ব্যক্তিগত ইমেজ সৃষ্টির অভিলাষে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্যে স্বার্থহানিকর কাজ সম্পাদন করা হতে বিরত থাকে না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস অভাগা এ মুসলিম সমাজও মূল্য দেয় তাদেরকেই যারা বি. বি. সি.; ভয়েজ অব আমেরিকা; কিংবা রাশিয়ার সম্প্রচার সংস্থা কর্তৃক প্রশংসিত বা অভিনন্দিত হয়। এটাই হচ্ছে প্রকৃত কারণ যে জন্যে আমাদের নেতৃবৃন্দ ইসলামবিরোধী শক্তির নিকট নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসার বস্তুতে পরিণত করতে সর্বাবস্থায় ব্যস্ত থাকে। অথচ যখনই মুসলমান নেতা ইসলাম ও ইসলামী স্বার্থের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করবেন বিজাতিরা তাকে কনজারভেটিভ বা সেকেলে বলে উপহাস করে। কিন্তু যখন তারা মুসলিম উম্মা বা কোন মুসলিম দেশের প্রতি অন্যায় করবে, (হয়তো আন্তর্জাতিকতার নামে) আন্তর্জাতিক রাজনীতিবীদ বা শান্তির দূত বলে বিরাট প্রচার দেওয়া হবে তাকে। এ প্রসংগে আমি বিখ্যাত বাংগালী নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক-এর একটি উপদেশের কথা উল্লেখ করছি। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় পরিষদ চলা কালে প্রখ্যাত রাজনীতিবীদ ও সাহিত্যিক আবুল মনসুর সাহেবকে সম্বোধন করে ফজলুল হক সাহেব বলেছেন, "যখন দেখিবে হিন্দু পত্রিকা আমার গুণগান গাইছে, বুঝিবে আমি কোন না কোনভাবে মুসলমানদের ক্ষতি করিয়াছি। আর যখন দেখিবে ওরা আমার বিরুদ্ধাচারণ করিতেছে বুঝিতে হইবে আমি কোন না কোন প্রকারে মুসলমানদের উপকার করিয়াছি।"

www.pathagar.com

## পশ্চিমা পুরস্কার কারা পায়

জামাল নাসেরকে জুলিও কুরি এবং আনোয়ার সাদাতকে শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বড় উৎসাহের সঙ্গে। কারণ চরম ঐদ্ধত্যের সঙ্গে ইসলামের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন তারা। কিন্তু তথাকথিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ দিবালোকের মত স্পষ্ট এ'সত্যটিকেও বুঝতে চায় না। তাদের কাছে মুসলিম উম্মার বৃহত্তর স্বার্থ হতে তাদের ব্যক্তিস্বার্থই অধিক গুরুত্ববহ। কেবল মাত্র নিজের সিংহাসন নির্ঝঞ্ঝাট রাখার জন্যেই হায়দারাবাদের নিজাম ভারতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে আপোষে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হলেন ইংরেজের এক ক্রীড়নক, মুসলিম ইতিহাসের এক নিন্দনীয় ব্যক্তিত্ব। সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার অস্তিত্বই যদি হয় বিপন্ন, কি করে একটা একক মুসলিম রাষ্ট্র একাকী তার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে পারে?--যখন বাগদাদ হালাকু খানের দ্বারা আক্রান্ত হলো, কিছুলোক হালাকুর সমর্থন-সহযোগীতা করলো, কিছু নিরপেক্ষ থাকলো। অথচ রেহাই পেল না কেউ। বিশ্বাসঘাতকদের কেউ বিশ্বাস করে না। এ সকল ইতিহাসতো আমাদের সম্মুখে স্বচ্ছ ঝরণার পানির মত পরিস্কার। এর পরও আমাদের নেতৃবৃন্দ কি করছেন?

সম্প্রতি আমেরিকার বংশবদ বাদশাহ হোসেন নিউইয়র্ক টাইমসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অক্ষম বালকের মত বলেন, "আপনারাতো আপনাদের পছন্দ ঠিক করেছেন, সেটা হচ্ছে ইসরাইল। অতএব আশাব্যাঞ্জক কিছু লক্ষ্য করছি না--- আমেরিকা মধ্য প্রাচ্যের সমস্যাসমূহের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যোগ্যতা হারিয়েছে।" তিনি এটাও বলেছেন, "আমেরিকার নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থনের প্রশ্নটি এতদূর গড়িয়েছে যে মনে হচ্ছে আমেরিকা ইসরাইলের বশীভূত।" এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে,---আসলে এসকল তথাকথিত মহান নেতৃবৃন্দ নিজেদের সত্ত্বা বিকিয়ে দিয়েছিল প্রভুত্বের বিগ-বসদের কাছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তারা ফাঁদে প্রবেশ করিয়ে এখন আর মুক্ত হতে পারছে না। এ সকল নেতৃবৃন্দের আল্লাহ্‌র প্রতি না বিশ্বাস আছে, না আছে ভরসা। সৎসাহস বা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কোনটাই এদের নেই। দুর্ভাগ্য মুসলিম উম্মাহর যে এদের মত স্বার্থান্ধ, কাপুরুষ ও ইসলাম বিরোধী নেতৃত্বই তাদের ঘাড়ে চেপে বসছে আজ।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস মক্কা-মদীনার যারা আজ খবরদারী করছে ইসলাম বিরোধী, ইরান বিরোধী ভূমিকায় তারাই আজ অগ্রনীর ভূমিকা করেছে। হয়তো বা ইরানী ইসলামী বিপ্লবের উদ্দীপনাময় হাওয়া আরবের উপর দিয়ে

www.pathagar.com

প্রবাহিত হয়ে এদের সাধের প্রাসাদ, এদের রাজতন্ত্র সব ধুলিস্মাৎ করে দিবে এমনি কারণে এরা ইরান---আতঙ্কে ভুগছে। এজন্যেই ইরানীদের জেহাদী রূপটির ব্যাপারে এরা দিবা স্বপ্ন দেখে, ঘুমের মধ্যেই থর থর করে কেঁপে উঠে।

## জিহাদ-ই হচ্ছে বিজয়ের চাবিকাঠি

সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতদ্বৈততা নেই যে, জিহাদই হচ্ছে ইসলামের জন্যে বিজয়ের মূল চাবিকাঠি। আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে ইসলামকে বিচার করতে হবে কোরান-সুন্নাহর আলোকে, ভিন্ন আদর্শের চশমা দিয়ে ইসলামকে বুঝা যায় না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের চেয়ে মানুষের জন্যে বড় দরদী আর কে হতে পারে? সে আল্লাহ্ বলছেন, "ফাতনা-ফাসাদ যুদ্ধ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর।" "অতপর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ পর্যন্ত না ফেতনা-ফাসাদ দূর হয়ে যায়।" মুসলমানদের যেটা বিজয়ের অস্ত্র সেটাকেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার নসিহত কাফের ছাড়া আর কেইবা করতে পারে? মুসলিম বিশ্ব রোমানদের দ্বারা আক্রান্ত, প্রথমে রোমানদের প্রতিহত করে জাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের উপদেশ দিলেন সাহাবারা। কিন্তু হযরত আবুবকর জাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী মুসলমানদের প্রথমে আক্রমণ করলেন কেন? এজন্যে যে আল্লাহ্র কোন একটি নির্দেশকেও যদি কেউ বুঝে শুনে অস্বীকার করে সে আর মুসলমান থাকে না, সে হয় কাফির।

ইরাকে ক্ষমতার উচ্চ আসনে সমাসীন আছেন সাদ্দাম হোসেন। তার নিয়ন্ত্রণাধীন টেলিভিশন প্রোগ্রাম থেকে তিনি আযানের ঘোষণা বন্ধ করেছেন, আইন করে মুসলিম বালিকাদের বেপর্দা চলতে বাধ্য করেও তিনি তৃপ্ত হননি, হত্যা করেছেন অসংখ্য ইরাকী আলেমকে। এত সবের পরেও ইসলামের দৃষ্টিতে তার মর্যাদা কেন জাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের চেয়েও নিকৃষ্টতর হবে না? অথচ ইসলামী স্বার্থের স্বঘোষিত এসব ফরমাবরদার, একান্ত হিতৈষীরা আজ কমিউনিস্ট সাদ্দামের সমর্থন করছে। ইরান বিরোধীতায় কি প্রাণান্তকর চেষ্টাই না চালাচ্ছে, অথচ ইরাকের বিরুদ্ধে এরা টুঁ শব্দটি করতেও নারাজ। এদের অভিযোগ, ইরান ইসলামী ঐক্য বিনষ্ট করছে।

## ইসলামী ঐক্য কেন প্রয়োজন

ইসলামী ঐক্য কিজন্যে প্রয়োজন? ইসলামী বিপ্লবের আওয়াজকে বুলন্দ করতে, না সে আওয়াজকে স্তব্ধ করে দিতে? ইরান যদি ইসলামী বিপ্লবের

www.pathagar.com

আওয়াজকে জোরদার করার প্রচেষ্টা চালায় আর তাতে যদি কাসেক রাজতন্ত্রী সরকারগুলোর পিলে চমকে উঠে এজন্যে ইরানকে দায়ী করা যাবে কি? রাজতন্ত্র কি ইসলাম সম্মত? সারা দুনিয়ার অর্থভাণ্ডার আজ রাজতন্ত্রী আরব রাষ্ট্রগুলোর হাতে, অথচ এরা সবাই মিলে ইসরাইলের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারছে না। বরং নিস্তেজ কুকুর যেমন তাড়া খেয়ে দৌড়ায় আর বার বার পেছনের দিকে লম্বা মুখখানা ঘুরিয়ে বাঁকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে আওয়াজ করে তেমনি অবস্থা হয়েছে এদের। চারিত্রিক অবক্ষয় তথা ইসলাম থেকে বিচ্যুতির কোন পর্যায়ে পৌঁছলে খালিদ-ইবনে ওয়ালীদের উত্তরসূরীরা আজ ভেড়ায় পরিণত হয়, এটাকি ভাববার বিষয় নয়? কেন তাদের বিদেশ থেকে সৈন্য আমদানি করতে হয়? এরা কি জনগণের সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ বানিয়ে নিয়ে বিলাসিতা ও চরিত্রহীনতার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে না? ইসলামী জাগরণের ঢেউ এদের পাপের প্রসাদ ভেংগে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিক এটা তারা চাইতে পারে না তাই তাদের তথাকথিত ইসলামের ঐক্য ইসলামী জাগৃতির বিরোধী হতে বাধ্য। তাইতো আমরা দেখছি আমেরিকার ক্রীড়নক মিশর সরকার নিজের ক্ষমতা নিরুপদ্রব রাখার জন্যে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিল, কিন্তু আরব রাজন্যবর্গ শেষাবধি মিশরের সঙ্গে গলাগলি করল। ইসলামী ঐক্যের স্বরূপ যদি এমনি হয় তবে ইরান কেন, কোন ঈমানদার মুসলমানই সেটা চাইতে পারে না। কুল মুসলিম উম্মার মধ্যে যখন যিহাদী জোশ পয়দা হবে, যিহাদের পথে যখন অধিক সংখ্যক লোক চরম কোরবাণী দিতে পারবে তখনই প্রকৃত ঐক্য আসবে। কেননা যার জন্যে জান-মাল সব দেওয়া যায় তার চেয়ে ভালবাসার বস্তু আর কি হতে পারে? তার জন্যেই মানুষ সব করতে পারে। ইরান রক্ত দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের চেয়ে ইসলামের জন্যে দরদ আর কার বেশী হতে পারে? ইরান ইসলামী ঐক্যের এবং স্বার্থ রক্ষার আহ্বানই রাখছেনা বরং বাস্তব কর্মপন্থা এবং শক্তিশালী ভূমিকা নিয়েছে। আমাদের স্বঘোষিত হিতৈষীদের জানাতে চাই আমরা এটা বুঝি, মায়ের চেয়ে দরদ যার বেশী সে ডাইনী।

## আল-কোরানের আলোকে মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইরানী বিপ্লবের সফলতা বিফলতার বিষয়টি মূল্যায়ন করার পূর্বে কতগুলো প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের জন্যে আমাদেরকে কোরআনে কারিমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হচ্ছে। মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? যারা পরকালে বিশ্বাস করেন, ইহকাল ও পরকালে মুক্তি লাভই হচ্ছে তার জীবনের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য

www.pathagar.com

অর্জনের জন্যে তাকে আল্লাহর রহমৎ বা করুণা লাভ করতে হবে। আর করুণা লাভের অভিপ্রায়ে তাঁর কাছে নিজকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতিটি 'হাঁ' এবং 'না' বাচক নির্দেশ বিনাদ্বিধায় আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করতে হবে। আল্লাহর নির্দেশ কি? নবীদের তথা মনুষ্য সমাজের দায়িত্ব সম্বন্ধে কোরআনে পাক বলেছে, "আল্লাহ্‌ তাঁর নবীকে পাঠিয়েছেন পথ-নির্দেশ ও সত্যদ্বীন সহকারে। অভিপ্রায় হচ্ছে অন্যান্য দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করা" (সূরা ছায়ফ ৯ আয়াতে)। আল্লাহ্‌ আরও বলছেন, "ঐ সকল লোকেরা কি ধারণা করেছে যে, একথা বললেই অব্যবহিত পাবে যে আমরা ইমান এনেছি, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না। আর আমি তাদের পরীক্ষা করেছিলাম যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে। সুতরাং আল্লাহ্‌ সে লোকদের জেনে নিবেন যারা সত্যবাদী ছিল এবং মিথ্যাবাদীদেরকেও জেনে নিবেন।" (সূরা আনকাবুত ২, ৩)। কোরআন পাকে আরও প্রশ্ন করা হচ্ছে, "তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর না সে সকল অসহায় নরনারী এবং শিশুদের জন্যে যারা এ বলে ফরিয়াদ করছে, হে প্রভু আমাদেরকে এ যালেম জনপদ থেকে মুক্ত কর। আমাদেরকে একজন সাহায্যকারী ও ও'লি দাও।" (সূরা নেছা) হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কে ৪৩টি যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কেন? তার সঙ্গে কি কারও ব্যক্তিগত দুশমনী ছিল? মোটেই নয়। বরং তিনি ছিলেন সবার প্রিয় পাত্র আল-আমীন, আস-সাদেক। প্রকৃত সত্য হচ্ছে তিনি যা কিছু করেছেন আল্লাহ্‌র নির্দেশেই করেছেন। কেন তাঁর আগমন এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, "মূর্তি ধ্বংস করার জন্যেই আমার আগমন।" এর অর্থ কি? নিষ্প্রাণ মাটির মূর্তির বিরুদ্ধে তিনি এত খড়্গহস্ত কেন? আসলে মাটির মূর্তির সঙ্গে এ কথার বড় একটা সম্পর্ক নেই। মানুষের মনে যে অসংখ্য খোদা সৃষ্টি হয়েছিল এবং অদ্যাবধি রয়েছে, সেগুলো ধ্বংস করে মানবতার মুক্তিদানই ছিল আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রাসুলের আকাংখা।

## আল্লাহ্‌-ই সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক

মানুষ আশরাফুল মাকলুকাত আল্লাহ্‌ ছাড়া সে কারও নিকট মাথা নত করতে পারে না, এমনকি অন্য কোন মানুষের নিকটও নয়। আল্লাহ্‌ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, মানুষ তারই সার্বভৌমত্ব মেনে নিবে অন্য কারও নয়। বাস্তবক্ষেত্রে এ সার্বভৌমত্ব মানার মধ্যে মানুষেরই কল্যাণ নিহিত। মনুষ্যজীবনের সকল সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

থাকা। সকল মানুষ সমান যোগ্যতা বা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী নয়। মানুষকে যখন মানুষের উপর খোদায়ী করার অনুমতি দেওয়া হবে তখন সে অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ক্ষমতাবানরা এবং তার সহচরগণ দুর্বলতর মানুষের উপর অত্যাচার নিষ্পেষণ যদি চালায় কে সেক্ষেত্রে বাধা দিবে? সে সমাজে, 'যোগ্যতরেরই কেবল বেঁচে থাকার অধিকার আছে' এমনি জংলী আইনই প্রাধান্য পায়। সে সমাজে ন্যায় বিচার থাকে না, থাকে না তাই কোন শান্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাহমানুর রাহীম যেহেতু তিনি আমাদেরকে ভালবাসেন তাই সে ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ কিংবা তার নিজস্ব পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের একটা বিধান দান করেছেন। আল্লাহ্‌র সে' বিধানে প্রদর্শিত পথই আলোর পথ। ইসলাম ভিন্ন অন্য সবপথ অন্ধকারময় বিপথগামীতার পথ। আল্লাহ্‌র সে বিধানকে বিজয়ী করার দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের। আমরা সবাই আল্লাহ্‌র দাস এবং তাঁর সৈনিক। আল্লাহর পথে যারা বাধা সৃষ্টি করবে কিংবা যারা তাঁর সৃষ্টির উপর অত্যাচার চালাবে আমাদের দায়িত্ব হবে তাদের বিরুদ্ধে যিহাদ করা। অবশ্যই আমাদেরকে খোদা বিরোধী তাগুত শক্তির বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়তে হবে যতক্ষণ না তাদের শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কোরআন ঘোষণা করে, "মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র রাসুল, আর যারা তাঁর সাহচার্য পেয়েছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোরতর (কিন্তু) নিজেদের মধ্যে সদয়। (সূরা ফাতাহ—২৯)।

## বনু নজির গোত্রের ঘটনা

বনু নজির গোত্রের ইহুদীগণ আর্থিক সাহায্য প্রদানের ওয়াদা শুনিয়ে নবী (দঃ)কে তাদের এলাকায় দাওয়াৎ গ্রহণের অনুরোধ জানান। নবী (দঃ) তাদের দাওয়াৎ কবুল করেন। কিন্তু এটা ছিল একটা গভীর ষড়যন্ত্র। তারা নবীকে একটি গৃহের পার্শ্বে বসিয়ে গৃহের ছাদের উপর থেকে তাঁর উপর পাথর ছেড়ে দিয়ে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছিল। নবী করিম (দঃ) চক্রান্তের বিষয় অহী মারফৎ জ্ঞাত হলেন এবং সেখান থেকে দুর্ঘটনা ঘটার পূর্বেই ফিরে এলেন। তখন চুক্তিভঙ্গের দায়ে সে ইহুদী সম্প্রদায়কে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং মুসলমানগণ তাদের এলাকা আক্রমণ করলেন। তখন তারা পার্শ্ববর্তী এক দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করে, মুসলমান মুজাহিদদের কেউ কেউ তাদের পরিত্যক্ত খেজুর গাছগুলো বিনষ্ট করতে শুরু করে, অপর মুসলিম সৈন্যগণ এর বিরোধীতা করে। তাদের এমনি মতদ্বৈততা চলছিল, ঠিক সে ঘটনার প্রেক্ষিতে কোরআনের আয়াত নাজিল হলো এবং উভয় মতালম্বীদের সমর্থন দেওয়া হলো।



www.pathagar.com

কিন্তু কেন? নিষ্পাপ গাছগুলো কোন অন্যায় করেছিল কি? প্রকৃত রহস্য হচ্ছে খেজুরগাছ বিনষ্টের মাধ্যমে তারা আল্লাহর দুশমনদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন। আল্লাহর দুশমনরা যদি আল্লাহর বান্দাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠে তখন আল্লাহর বান্দারা কিছুতেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে থাকতে পারে না। সমগ্র মানবতাই নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়।

## মুসলমানরা কেন পারস্য আক্রমণ করলো

হযরত ওমর (রাঃ) এর খেলাফত আমলে পারস্য আক্রমণ করা হয়েছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কি পারস্যের পক্ষ থেকে কোন যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল? মোটেই নয়। বরং মহাবীর রুস্তম তো বার বার যুদ্ধ পরিহার করতে চেষ্টা পেয়েছেন। মুসলমানরা তার কোন প্রস্তাবই মেনে নেননি। বরং মুসলমান দূতগণ বরাবরই তাদের তিনদফা প্রস্তাবের উপর অনড় ছিলেন। তাদের তিনদফা ছিলঃ (১) সবাই মিলে ইসলাম কবুল কর, (২) না হয় জিজিয়া কর দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে নিরাপত্তা গ্রহণ কর। (৩) অথবা যুদ্ধের ময়দানে ভাগ্যের ফয়সালার জন্যে প্রস্তুত হও। এমনটি কেন বলা হয়েছিল? প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে ইসলামের অন্তর্নিহিত প্রেরণার বহিঃপ্রকাশ যে, যেখানেই আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব পরিবর্তে মানুষের সার্বভৌমত্ব কায়েম হয়েছে কিংবা সে এলাকার অধিবাসীগণ জালেম শাসক দ্বারা অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত হচ্ছে ইসলামের নিশান বরদারদের কর্তব্য হচ্ছে সে শাসকগোষ্ঠীর মূলোৎপাটন করে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব কায়েম করা, দুঃস্থ অসহায় মানুষের মুক্তিদান করা। এটা ঠিক বিপ্লবী চেতনা বিনষ্ট হওয়ার পূর্বেই এবং পারস্যের সম্ভাব্য ভবিষ্যত আক্রমণকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পারস্য আক্রমণ প্রয়োজন ছিল কিন্তু উপরোক্ত কারণগুলোই ছিল সর্বাধিক গুরুত্ববহ। ইসলামের ইতিহাস প্রসংগে বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবীদ, নও মুসলিম আবুল আসাদ তাই বলতে চেয়েছেন যে, ইসলামের এ দিকটি লক্ষ্য করে হয়তো বা কেউ ভাবুবেন ইসলাম বুঝি সাম্রাজ্যবাদী ধ্যাণ ধারণায় সঙ্গে সঙ্গতি রাখে। কিন্তু ইসলামকে যদি সাম্রাজ্য বাদী বলা হয় তবে এটাও স্বীকার করতে হবে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য নেই। এটা সত্য ইসলাম ভিন্ন দেশে আর আদর্শ প্রচারের চেষ্টা করে এবং মানবতার আহ্বানে ভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাও করতে পারে। তবে ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহীরা তথাকথিত জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে এমনটি করে না। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের স্থান ইসলামে নেই। ভাষা, বর্ণ,

www.pathagar.com

গোত্র, কিংবা এলাকা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ইসলাম সম্মত নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে কালেমার যারা অনুসারী তারা সবাই মুসলমান, সবাই একজাতি। মুসলমানরা মনে করে সারা দুনিয়া-ই তাদের। ভারত সাড়ে সাত শত বছর মুসলমান শাসনাধীন ছিল। মুসলমানরা কখনও নিজেদেরকে বহিরাগত মনে করেনি। বরং এ উপমহাদেশের মাটির সঙ্গে তারা একাত্ম হয়ে গেল। নিজেদেরকে তারা কখনও আরবীয়, ইরানী. তুর্কী ভেবে স্বাতন্ত্র বজায় রাখেনি। কিন্তু ব্রিটেনবাসীও প্রায় দু'শত বৎসর ভারত শাসন করেছে। তারা কখনও ভারতকে নিজের মাতৃভূমি হিসাবে জ্ঞান করেনি। একাত্ম হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা ভারতবাসীকে তারা মানুষ বলেই স্বীকার করেনি কোনদিন। মুসলমান নিজস্ব জাতীয় স্বার্থে কোন কলোনী স্থাপনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশ আক্রমণ করে না। জাতীয়তাবাদ যেখানে নেই, নেই জাতীয় স্বার্থ, কিংবা কলোনী প্রতিষ্ঠার অভিলাস সেক্ষেত্রে ইসলামকে সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে চিত্রিত করা হলে সেটা কি চরম অন্যায় হবে না? মুসলমানের অন্তর যখন আর্তের হাহাকারে বিদীর্ণ হবে বিবেক তার দংশন করবে, কেন সে এগিয়ে যাবে না আর্ত পীড়িতের বা শোষিত বা বঞ্চিত মানুষের মুক্তির বা কল্যাণের জন্যে? যখন আমেরিকা কিংবা রাশিয়া ভিনদেশে গোয়েন্দা তৎপরতা চালিয়ে তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে নাক গলায় কিংবা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, নিজেদের ইচ্ছামত সরকার পতন বা উত্থান ঘটিয়ে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় দুর্ভাগা সে দেশটিকে, তখন কোন মানবতাবাদীদের স্বোচ্চার হতে দেখিনা। অথচ এসব মানবতাবাদীরা এবং তথাকথিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবীবৃন্দ ও আলেম সম্প্রদায় ইরানের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালাতে কতই না তৎপর।

## ইবলিশের পাখায় ইরান আগুন জ্বালিয়েছে

ইরানের দিকে লক্ষ্য করুন---এটা কি মনে হচ্ছে না যে ইরান একটা হীরকখণ্ড প্রসব করেছে---এ হীরক খণ্ডের রয়েছে এক অলৌকিক ক্ষমতা, যে ক্ষমতার বলে এটি ইমানদারদের পথ প্রদর্শন করছে আবার আগুন জালিয়ে দিচ্ছে শয়তানী-শক্তির দেহে। সমগ্র বিশ্ব আজ ইরানের ভয়ে ভীত, কারণ সে একটা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে---অচিন্তনীয়ভাবে, একটা বিপ্লব সফল করেছে, জাগিয়ে দিয়েছে মুসলিম উম্মার সচেতন নিবেদিত প্রাণ অংশকে। যারা আজ ইরানের বিরোধীতায় পঞ্চমুখ তারা কি তৃতীয় বিশ্বের বা বিশেষকরে মুসলিম দেশগুলোর কোথাও হতে এমন উদাহরণ উল্লেখ করতে সক্ষম যে কোন একক রাষ্ট্র পরাশক্তির মদদ

www.pathagar.com

ব্যতিরেকে টিকে থাকতে পারে, এমন বিশ্বাস যে সকল দেশের কোন নেতা পোষণ করে? আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ খোমেনী আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর কোন ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেননি, কিংবা কোন চার্চিল বা কিসিঞ্জারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেননি কোনদিন। কি করে তিনি এমন সব বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হলেন যেটা সারা দুনিয়ার রাজনীতিবীদগণের চিন্তার জগতে ছিল অকল্পনীয়। সারা দুনিয়া ভাবলো ইরান ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ ঘটছে সম্পূর্ণ বিপরীত। যখন আমেরিকার ক্রীড়নক দল ইরান ধ্বংসের সর্বাত্মক তৎপরতায় নিয়োজিত সে মুহূর্তেও ইরান রাশিয়ার কূটনীতিকদের বহির্ভূত করতে ইতস্ততঃ করছে না, এ বিষয়টি কি হযরত আবুবকর (রাঃ) জাকাত প্রদানে অস্বীকারীরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ঘটনাটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয় না?

সারা দুনিয়া যখন প্রকাশ্য বিরোধীতা করছে, উৎসাহিত করার পরিবর্তে ভীতিকর ধ্বংসাত্মক ভবিষ্যতের সম্মুখীন হওয়ার ভয় প্রদর্শন করছে সে মুহূর্তেও মনোবল না হারিয়ে বিপ্লবী পদক্ষেপ নেওয়াটা অসম্ভব। অথচ এ অসম্ভবকেই সম্ভব করছে ইরান। বিষয়টি যে কত কঠিন এবং কত গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যারা ক্ষমতাসীন তারা হয়তো কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। আমরা কল্পনা করতে পারবো না একটি দেশকে কতগুলো শক্তির দাসত্ব করতে হয় অসহায় এ সকল দেশগুলো নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয় সাহায্যকারী বা প্রভুর দ্বারা। অনেক সময়ে একাধিক প্রভুরোষের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে নিজস্ব সবকিছু হারিয়ে ফেলে তারা। আন্তর্জাতিক চক্রান্তের জাল যখন এমনি ভাবে তৃতীয় বিশ্বের, বিশেষ করে তৈল সমৃদ্ধ সৌদী আরবের মত সম্পদশালী দেশগুলোকেও দৃঢ়ভাবে বেঁধে ফেলেছে সে মুহূতে ইরানই একমাত্র রাষ্ট্র যা' কোন পরাশক্তির অন্তর্ভুক্ত না হয়েও স্বকীয়তা ও পৌরুষসহ উন্নত মস্তিষ্কে দাঁড়িয়ে আছে। ইরান ও আমেরিকার পার্থিব শক্তি ও যুদ্ধ উপকরণের অনুপাত যদি হয় ১ : ১০০ তবে বাংলাদেশ ও ভারতের পরস্পর শক্তির অনুপাত হবে ১ : ১৫। অথচ বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ ভারতের সম্মুখীন হওয়ার কল্পনাও করছেন না।

ইরান এ অদ্ভুত ক্ষমতা পেল কোথায় আসলে এটা কোন পার্থিব শক্তি দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না, এটা তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের ফল। অত্যাধুনিক বিমান ও কারিগরি যোগ্যতা ইরানের কাছে হার মান্‌লে কেন? এ জন্যে যে, সকল রহস্যের আধার খোদা তায়ালাই তাদের সঙ্গে আছেন। যা'ক এখানে আমি এ'প্রসংগে আর অগ্রসর হতে

www.pathagar.com

চাইনে। বরং যে সকল বিষয়বস্তুগুলোর উপর গুরুত্ব দিতে চাই যে গুলো স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। একমাত্র ইরানেই বর্তমান দুনিয়ায় ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত।

## একমাত্র ইরানেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত

এটা কি সত্য নয় যে সারা দুনিয়ার ইরানই একমাত্ররাষ্ট্র যেখানে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? এটা কি বিস্ময়ের উদ্রেক করে না যে রাতারাতি তারা কি সাংস্কৃতিক, কি সামাজিক সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে, উজ্জীবিত করেছে ইরানী জনতার দেশাত্ববোধ, সচেতনতা ও বিবেককে। যে ইরানের মহিলাদের বিশেষ করে উপর তলার অংশ ফিরিঙ্গিপনায় ছিল মুসলিম দুনিয়ার মধ্যে অগ্রণী আজ তারাই পূর্ণপর্দার সঙ্গে পথ চলে। জনগণের রক্ত শোষণ করে গড়ে উঠেছিল যে সকল প্রাসাদ ও বাণিজ্যিক সংস্থা সেগুলো আজ পরিণত হয়েছে প্রদর্শনীর বস্তু কিংবা সর্বহারাদের সম্পদ হিসেবে। উঁচু-নীচু পার্থক্য বিদূরিত হয়েছে ইরানের বুক থেকে। সমতাবিধানকারী রেশন ব্যবস্থা, সামাজিক সুবিচার কায়েম হয়েছে সেখানে। বন্ধ হয়েছে বিচারের নামে প্রহসন। জেলখানা সেখানে আজ আর বন্দীখানা নয় বরং সেটা পরিবর্তিত হয়েছে মানসিক হাসপাতালে। যে সুযোগ-সুবিধা ইরানের কয়েদীগণ লাভ করে, মানুষকে মানুষে পরিণত করার যে পরিকল্পনা নিয়েছে বিপ্লবী ইরানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জেলখানাকে কেন্দ্র করে, সারা পৃথিবীতে কোথাও এমনটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেখানে বন্দীদের ফুটবল খেলার সুযোগ হতে আরম্ভ করে পার্ক ভ্রমণের সুযোগসহ এমন সব সুযোগ দান করা হয়েছে যেটা এতদিন ছিল পৃথিবীর সমাজবাদীদের চিন্তার বহির্ভূত। ব্যাংক ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ব্যবস্থায়ও তারা এনেছে সম্পূর্ণ পরিবর্তন। পূর্ণভাবে তারা ব্যাংক ও শিক্ষার ইসলামীকরণ করেছে। মহানবী (দঃ) এবং খেলাফতে রাশেদার আমলে ইসলামের যে প্রেরণা ও জীবনীশক্তি পরিলক্ষিত হ'ত ইরানেই আজ তার অস্তিত্ব বিরাজ করছে। ইরান শুধু ইসলামী জাতীয়তাবাদের ডঙ্কাই পিটাচ্ছে না বরং এলক্ষ্যে সর্বাধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করছে, শক্তিশালী পদক্ষেপ নিয়েছে। ইসলামের দুশমনদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে ইরান। আত্মবিস্মৃত অধঃপতিত মুসলমানদেরকে ধ্বংসের অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলছে ইরান। এরপরও যদি কেউ ইরানের বিরোধীতা করে, আমরা তাকে বিদেশী শক্তির দালাল ভিন্ন আর কিই বা বলতে পারি?

www.pathagar.com

## শিয়া মতবাদ ও ইরান

ইরানে শিয়া মতাবলম্বীদের সরকার কায়েম হয়েছে অতএব ইরান অচ্ছুত্য, পরিতাষ্য। শিয়া মতবাদের প্রাধান্য ইরানে কোন সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। ইরানের শাহের শাহতো শিয়াই ছিলেন। পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে এক গভীর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে উঠছিল। তারা শিয়া আমরা সুন্নী একথা বলে কেউ সেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ফাটল ধরাতে চায়নি, কোন তথাকথিত ইসলাম দরদী মওলানা ফতোয়া ঝাড়তেও আগায়নি। কিন্তু আজ এমনটি হচ্ছে কেন? শাহতো ছিলেন সেই শিয়া যিনি আর্যসভ্যতা নিয়ে গর্ব করতেন, নিজেকে আর্যমেহের হিসেবে পরিচয় দিতেন। তিনি ইরানী মুসলমানদেরকে ফিরিঙ্গি সাজিয়ে ছিলেন। বিপরীত পক্ষে আজ ইরানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র কায়েম হয়েছে, ইসলামের আরকান আহকাম পালন করছে তারা খেলাফত আমলের প্রত্যয় ও আন্তরিকতা নিয়ে। তখন যদি শিয়া বলে আমরা তাদের সঙ্গে দুরুত্ব বজায় না রেখে থাকি তবে কি আজকে নৈকট্য আরও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত নয়? আসলে ইরানে ইসলাম কায়েম হয়েছে এটা শয়তানের দেহে অগ্নিসংযোগ করেছে। শয়তান এখন তার সকলশক্তি নিয়োগ করেছে ইরানের বিরুদ্ধে। ঐ ইবলিশ তো জানে ইসলামের সর্বাধিক ক্ষতি করতে পারে আলেমরাই, তাই সে মুসলিম দুনিয়ার আলেম-দের ঘাড়ে চেপেছে। আর এ ব্যাপারে ইবলিশ মহাশয়কে নানাভাবে সাহায্য করছে ইসলামী দুনিয়ার তথাকথিত নেতৃবৃন্দ যারা নিজেদের ক্ষমতা ও নেতৃত্বের স্বার্থে ইরানকে অন্তরায় ভাবছে। তারা এসকল ফতোয়াবাজ আলেমদের পেট্রো-ডলার যোগান দিচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী দলগুলোকেও ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে তারা। তারা কি ধরনের সততা ও নিষ্ঠার প্রতিমূর্তি তারই একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সম্প্রতি আরব রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে বৈঠকে তারা ইরানকে ইরান-ইরাক যুদ্ধে আক্রমণকারী হিসেবে ঘোষণা করলো। ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের যারা চেষ্টা করছেন তাদের সবার সম্মুখে ইরান যে প্রাথমিক শর্ত আরোপ করেছিল তা হচ্ছে যে, প্রথমে ইরাক যে আক্রমণকারী তা ঘোষণা করতে হবে। সে ঘোষণা না করা হলে ইরানী কর্তৃপক্ষ আলোচনা বৈঠকে বসতেও সম্মত নয় এটা বার বার তারা উল্লেখ করেছে। ইরান যদি আক্রমণকারীই হতো তবেতো সে সময় ইরানী নেতৃবৃন্দকে বলা যেত যে, যেহেতু ইরানই আক্রমণকারী অতএব এমনটি দাবী করার কোন এক্তিয়ার তাদের নেই। এটা বলা যেত যে তাদের

www.pathagar.com

দাবী হচ্ছে আলোচনায় না বসারই একটা ছল এবং এটা ছিল তাদের অন্যায় দাবী। তদ্রূপ কিছু তো হয়নি। কেমন করে বলবে? সারা দুনিয়া জানে, ইরাকী মন্ত্রীর বক্তব্যে প্রমাণিত হয় ইরাকই ছিল আক্রমণকারী। আরব রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিবৃন্দের উক্ত ঘোষণা তাহা পক্ষ পাতিত্বেরই উলঙ্গ বহিঃ প্রকাশ। সত্যিই যদি এ সকল নেতৃবৃন্দের মধ্যে ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে এতটুকু মাথাব্যথা থাকতো অবশ্যই তারা ইরাকের পক্ষাবলম্বন করতে পারতো না। তারা নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতো। আসল কথা, গরজ বড় বালই।

## শিয়াদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা

"আল্লাহর দাসত্ব কর, রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য হতে যারা আদেশ দাতা তাদের আনুগত্য কর'---কোরআনের এ আয়াতের 'উলিল আমরে মিনকুম' বলতে শিয়াগণ বুঝেন ১২ জন ইমামের আনুগত্যের বিষয়। এ ইমামদের প্রথম হচ্ছেন হজরত আলী করমউল্লাহ্ ওয়াজহু। এবং শেষ হচ্ছেন ইমাম মেহেদী (আঃ)। হযরত আলী (রাঃ) আমাদের নিকটও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আর ইমাম মেহেদী (আঃ) এর আগমনে তো আমরাও বিশ্বাস করি।

দ্বিতীয়তঃ নবী (দঃ)-এর স্পষ্ট হাদীস রয়েছে, "আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী হচ্ছেন তার দ্বার।" উপরত হযরত আলী (রাঃ) আশারায়ে মুবাশশারাদের অন্যতম, চারজন খলিফার একজন। এটাও অজ্ঞাত নয় যে, সাহাবারা হচ্ছেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত, যা পথ দেখাবার ব্যাপারে অনুসরণযোগ্য। তাদের কোন এক-জনকে অনুসরণ করলেই নবীর অনুসরণ করা হবে। তাই যদি হয় তবে অন্যতম সাহাবা আধ্যাত্মিক জগতের বিশিষ্ট নেতা হযরত আলীকে (রাঃ) গুরুত্ব দেয়া ও অনুসরণ করার মধ্যে দোষটা কোথায়? আমাদের এ দেশেও কি এমন পীর সাহেবান আছেন না? যারা তাদের আধ্যাত্মিক পীর হিসাবে হযরত আলী (রাঃ)-কে গুরু মনে করেন, নবী (দঃ)-ই যে সব কিছুর উৎস, এ কথাটি উল্লেখ করতেও ভুলে যান কিংবা সে সকল তথাকথিত বুজর্গানেদ্বীন যারা নবী দিবস পালন করেন না কিন্তু বড় পীর সাহেব কিংবা খাজা মঈনউদ্দীন চিশতি (রহঃ)-এর জন্ম দিবস পালনে এবং তাদের মাজার শরীফ যিয়ারত করার ব্যাপারে (বেদাতীদের কথা বলছি না) অধিকতর উৎসাহ দেখিয়ে থাকেন। তাদেরকেতো আমরা অমুসলমান বলছি না কিংবা তাদের বিরুদ্ধে শিরকিয়াতে লিপ্ত থাকার অভিযোগও উত্থাপন

www.pathagar.com

করছি না, অথচ ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়ার পর আজ কেন ইরানের বিরুদ্ধে শিয়া মাযহাবের বিরুদ্ধে এ সকল ইসলাম দরদীগণ আদাজল খেয়ে তৎপরতা দেখাচ্ছেন? আসলে ঐ ইবলিসী আছর। নইলে সৌদী আরবের বিরুদ্ধে কি কারণে এ সকল ইসলাম উদ্ধারকারীগণ টু শব্দও করছেন না। ইরান ইসলাম কায়েম করেছে আর সৌদী রাজপরিবার, একটা সমাজে, যেখানে মোটা-মুটি ইসলামের অনেক কিছুই কায়েম ছিল সে নবীর দেশকে ধীরে ধীরে ইসলাম বিরোধী পথে পরিচালিত করছে। তার বিরুদ্ধেওতো ফতোয়া বাজি করা কর্তব্য ছিল। এক্ষেত্রে কিন্তু দায়িত্ববোধ উথলিয়ে উঠে না।

যা'ক ইরানের শিয়া সম্প্রদায় যারা সংখ্যাগরিষ্ট তারা যে ১২ ইমামের আগমন সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এটা তাদের নিজস্ব কল্পনা প্রসূত বিষয় নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসের প্রেক্ষিতে এ বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে। যদি কোন হাদীস তাদের বিশ্বাসের পশ্চাতে দলিল হিসেবে বর্তমান থাকে এবং তারা যদি সে হাদীসের উপর আমল করে তার মধ্যে অন্যায় কি আছে? 'হা' আমরা যারা সুন্নী তাদের ইমামদের দৃষ্টিতে হয়তো উক্ত হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু তারা যদি সেটাকে হাদীস বলে একিন রাখে অবশ্যই সে একিনের ভিত্তিতে তাদের কাজ করতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য আছে বলেইতো তারা শিয়া আমরা সুন্নী অর্থাৎ মাযহাবের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মূল প্রশ্নে কোন বিরোধ নেই। আল্লাহ্র প্রতি অবিচল আস্থা তাদেরও রয়েছে, নবীকে শেষ নবীরই মর্যাদা প্রদান করেন তারা। সাহাবাদের তারা কখনই অস্বীকার করেন না, হযরত আবুবকর রা এবং হযরত ওমর (রাঃ)কেও তারা শ্রদ্ধা করে থাকেন। তবে শিয়া সম্প্রদায় তাদের আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে জ্ঞান করেন না ভাবেন রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ স্থাপনকারী হিসেবে। আজকের শিয়াদের কোন কোন পথভ্রষ্ট অংশের ভুল আকিদাকে সমগ্র শিয়া মাযহাবের আকিদা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং ইসলামী ইরানকে এর সঙ্গে জড়িয়ে ইসলামী বিপ্লবের ভাবমূর্তি বিনষ্টের চেষ্টা চলছে। বলা হচ্ছে ইরানীরা তথা শিয়াগণ নবীকে বিশ্বাস করেন না, তারা নবীর চেয়ে হযরত আলী (রাঃ) কে অধিক গুরুত্ব দেয়। অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে সুন্নী সম্প্রদায়ের মত তারাও নবীকে একই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কেননা নবীর উপর শিয়াগণ সুন্নীদের মতো বেশী বেশী দরুদ পাঠ করেন এতদ্ভিন্ন তাদের দরুদে হযরত আলী (রাঃ)-এরর নাম উল্লেখ করা হয় না অথচ মুহাম্মদ (দঃ)-এর নামই বার বার পঠিত হয়। এতসব আলোচনা থেকে

www.pathagar.com

এটাই কি প্রতিয়মান হয় না কি যে, ইরান বিরোধীরা আজকে শিয়া মাযহাব বিরোধী যে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে সেটা উদ্দেশ্যমূলক এবং সততার পরিপন্থী। এটাও আমাদের বুঝতে হবে এ বিরোধীতার পশ্চাতে ইসলামী আদর্শের স্বার্থ মোটেও সম্পৃক্ত নয়, কেননা বিরোধীতা হচ্ছে এমন এক পর্যায়ে যখন ইরানে একটা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে এবং এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সারা দুনিয়ার ইসলাম বিরোধী শক্তি কেউ প্রকাশ্যে কেউ সংগোপনে ইরান বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামের দুশমন শক্তির ভূমিকা বা ইরান বিরোধী মিথ্যা প্রচারণার সঙ্গে এদের সুর এক ও অভিন্ন মনে হচ্ছে এবং একই উৎস মূল থেকে এরা সবাই প্রচারণার মাল মশলা সংগ্রহ করছে। উপরন্তু মুসলমান নামধারী এসব আলেম, বুদ্ধিজীবি কিংবা মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কোন কোন প্রত্যক্ষ, কোন কোন ক্ষেত্রে পরোক্ষ সম্বন্ধ যে বর্তমান সেটা আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং সংবাদসমূহ দিয়ে ঘাটাঘাটি করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে। নীচে এ বিষয়ে একটি উদাহরণ উপস্থাপিত করছি।

## জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী বিপ্লব

জামায়াত-ই-ইসলামী পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে কাজ করে আসছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এ উপমহাদেশে জামায়াত-ই-ইসলামী নামে তিনটি ইসলামী সংগঠনের অস্তিত্ব লাভ করে। কেননা পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান জামায়াতও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জামায়াতে ইসলামী একটা খালেছ জামায়াত হিসাবেই সর্বত্র পরিচিত ছিল। সত্যি বলতে কি অন্ততঃ এ বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শের প্রতি অনুরাগী সম্পন্ন অধিকাংশ বাংলাভাষীই এর পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু দলীয় নীতির ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক ভুল এবং যোগ্য বলিষ্ট নেতৃত্বের অভাবহেতু দলটি স্বকীয় লক্ষ্যে পৌঁছুতে অক্ষম হয় এবং এক পর্যায়ে এসে বিচ্যুতির পথে পা' বাড়ায়। যা'ক জামায়াত প্রথমাবস্থা থেকেই নিজের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল কোন বিপ্লবী পরিকল্পনা গ্রহণে সক্ষম হয়নি, তাই আপোষহীন বিপ্লবী মানসিকতার কর্মী ও নেতা কোনটাই সৃষ্টি করতে পারেনি তারা। তারা পৌরুষচিত কোন কর্মসূচী গ্রহণের পরিবর্তে হেকমতের নামে চোরাগলি পথকেই লক্ষ্য অর্জনের পন্থা হিসেবে বেছে নেয়। সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে তথা-

www.pathagar.com

কথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাবার একটা মনোবাসনা জামায়াত নেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্বাবস্থায় বিরাজ করতো। আর এ জন্যে প্রয়োজন ছিল কোটি কোটি টাকা।

জামায়াতের তৎকালীন প্রবাসী নেতা অধ্যাপক গোলাম আজম যখন লণ্ডনকে কেন্দ্র করে সারা মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করছিলেন সে পর্যায়ে তিনি তাঁর বহু আকাংখিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মসূচী মধ্যপ্রাচ্যের বাদশা বা আমীরদের কারো কারো নিকট প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে ইসলামী আন্দোলনের ঢেউ ধীরে ধীরে প্রবলতর হচ্ছিল, আতঙ্কিত হচ্ছিল সে রাজতন্ত্রী শাসকরা। তাদের এ দুর্বলতা একান্ত হিতৈষী সি. আই. এ. বা আমেরিকার নীতি নির্ধারণকারীদের নিকট অজানা ছিল না। তারা এ অবস্থার সুযোগের সদ্ব্যবহার করলো। আরবের রাজন্যবর্গকে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিকগণ মোক্ষম বুদ্ধি যোগান দিলেন যেন তারা যে কোন মূল্যে ইসলামী আন্দোলন গুলোকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বাস, আর যায় কোথায়, কোটি কোটি পেট্রো ডলার ব্যয় হতে লাগলো এমনি মহৎ কাজে।

## সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর অন্তরালে

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের মত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও তাদের সে দুর্বল মানসিকতা প্রসূত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আকাংখা চরিতার্থ করতে গিয়ে সৌদী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। সৌদী আরব এবং অন্যান্য আমির শাসিত রাষ্ট্রসমূহের সরকারের আর্থিক সাহায্যে তারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলো, প্রকাশ করলো লক্ষ লক্ষ ইসলামী সাহিত্য। নিঃসন্দেহে এগুলো ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্র কিছুটা সহায়তা করেছে। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির প্রসার শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার্জন দ্বারা সম্ভব নয়। ইসলামী সংস্কৃতির আসল উৎস হচ্ছে তৌহিদ। এ তৌহীদ বিশ্বাস একজন মানুষের অন্তরে যত গভীরভাবে প্রোথিত হবে, ইসলামী সংস্কৃতির বৃক্ষ ততই বলবান হবে, ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে সে বৃক্ষ। অর্থাৎ সে মানুষটির মধ্যে খোদাভীরুতা আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী এমনিভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে যে তখন সবার নিকট সে পরিণত হবে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, এক আকর্ষণ হিসেবে। আর তৌহীদ বিশ্বাস দৃঢ় হতে হলে অবতীর্ণ হতে হবে যিহাদের ময়দানে। ইতিহাস সাক্ষী, সাহাবাদের চরিত্র গঠিত হয়েছে যিহাদের

www.pathagar.com

ময়দানে আলোচনার বৈঠকে নয়। অতএব জামায়াতের তথাকথিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন আর যাই করুক ইসলামী সংস্কৃতিবান মানুষ তৈরীতে ব্যর্থ হয়েছে। দুর্বল আপোষকামী কর্মী ও নেতৃত্বেই পয়দা করেছে। এখন এমনি এক পর্যায়ে জামায়াত উপস্থিত হয়েছে যখন সত্যিকারে ইসলামী দল বলে আর তার পরিচয় দেওয়া চলে না। তারা এখন ইসলামের পরিবর্তে গণতন্ত্রের, যিহাদের পরিবর্তে আপোষের পথ বেছে নিয়েছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা পরিত্যাগ করে বিদেশী সাহায্য, সরকার, ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন দলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ক্রীড়নক'ত আর নেপথ্যের নায়কের বিরুদ্ধচারণ করতে পারে না, তাই বিপ্লবের পথ তারা বেছে নিবেন কোন ভরসায়?

## সৌদী কর্তার ইচ্ছায়

আমি বিভিন্ন প্রসংগে উল্লেখ করেছি যে সৌদী আরব কেন আজ ইরান বিরোধীতায় উদগ্রীবতা প্রকাশ করছে এবং ইতিপূর্বে এটাও উল্লেখ করেছি যে, জামায়াতের ঘাড়ে সে ভূত কি করে চাপলো। এক্ষণে সে ভূত জামায়াতের বুদ্ধিজীবিদের বিচ্যুতির কোন পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে তারই দু'একটা উদাহরণ স্থাপন করছি। মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী মরহুম ইরান বিপ্লবের বিজয় সংবাদ শুনে খোদার শুকর গুজার করলেন এবং বলেন, "ইরানের বিপ্লব, আমার হৃদয় স্পন্দন।" জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মুখপাত্র সংগ্রামের সাংবাদিকবৃন্দ সকল বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ইরানের পক্ষে প্রচারণায় লেগে গেল। জামায়াতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে কর্মীদের সম্মুখে ইরানকে নিয়ে গর্ব করা হত এবং ইরানের কল্যাণের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়াও করেছে তারা। ইরানী ইসলামী বিপ্লবকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদ একটা পুস্তক রচনা করলেন। এতসব কিছু করার পরও ঠাৎ করে উন্মত্ত হয়ে উঠলো তারা। এটার কি একটাই সদুত্তর নয় যে, সৌদী কর্তার ইচ্ছায় তাকে কীর্ত্তন করতে হচ্ছে? যে জামায়াতে ইসলামীতে বিভিন্ন মাযহাবের মানুষ একত্রিত হয়েছে, যে জামায়াত নেতা বা কর্মীরা মাযহাব বিরোধকে অবশ্যই ধ্বংসাত্মক কাজ বলে শুরু থেকে বিশ্বাস করে আসছে, সে জামায়াতেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম-নেতা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী সাহেব শিয়া মাযহাবের বিরুদ্ধে অতি উৎসাহের সঙ্গে কেতাব লেখে তড়িৎ বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিতরণ করলেন। ভাবটা যে ন

www.pathagar.com

এমনি যে, ইরানের প্রভাবে ইসলাম মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অতএব ইরানের শিয়াদের প্রতিহত করার জন্যে তার বিরুদ্ধে জান বাজি রেখে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দুনিয়ার মুসলমানদের কাছে ইরান কি শিয়া মতবাদের দাওয়াৎ দিচ্ছে না ইসলামের আহ্বান জানাচ্ছে? ইরানতো নিজের দেশেই তাদের শাসনতন্ত্রে সুন্নীদের যথার্থ অধিকার প্রদান করেছে এবং বহির্বিশ্বেও বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রচলিত মাযহাব অনুযায়ী তাদেরকে আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যেতে বলছে। এর পর এত গরজ কিসের? জামায়াত যে সৌদী রাজ পরিবারের পেট্রোডলারের ফাঁদে আষ্টেপৃষ্টে বাধা একথা অস্বীকার তারা করতে পারবেন না।

যা'ক জামায়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করা আমার অভিপ্রায় নয় তাই এ প্রসংগে শুধু এতটুকু বলতে চাই যে জামায়াত যেহেতু তার ইসলামী চরিত্র হারিয়েছে অতএব ইরান বিরোধী জামায়াতের ফতোয়াকে আমরা ইসলামের স্বার্থে করা হয়েছে এমনটি বিশ্বাস করতে পারি না বরং প্রভুর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যই যে এটা করেছে তাই ধারণা করতে পারি।

## বনি সদর ও নওবারী প্রসঙ্গ

ডঃ বনিসদর ও নওবারী কর্তৃক ইরান বিরোধীতার বিষয়কে মাধ্যম করে ইরান বিরোধী প্রচারণা চলছে বিশ্বময়। নিঃসন্দেহে ইমামের স্নেহভাজন হিসেবে ডঃ বনিসদর বিরাট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন এবং যতদিন পর্যন্ত তিনি বিপ্লবের অনুকূল কাজ করেছেন ততদিন পর্যন্ত তিনি ইমাম আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ খোমেনীর প্রিয় পাত্রই থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। আবার নওবারী ছিলেন ডঃ বনিসদরেরই ভক্ত, বনিসদরই তাকে আমেরিকা থেকে আমদানি করেছেন এবং স্টেট বাংকের গভর্ণর বানিয়েছেন। ডঃ বনিসদর আগা গোড়াই ছিলেন একজন লিবা-রিলজমের ধারক এবং বাহক। একটা সর্বাত্মক পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে এ বিষয়ে ইমাম আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ খোমেনীর সঙ্গে তাঁর চিন্তার ঐক্য ছিল, অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়। বিপ্লবের সূচনা লগ্নে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলে সেটা বিপ্লবের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে এজন্যে তিনি নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেননি। কিন্তু

www.pathagar.com

ইমাম খোমেনীর জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে তিনি যখন নিরঙ্কুস সংখ্যা-গরিষ্টতা অর্জনের মাধ্যমে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন, ধরাকে সরা জ্ঞান করলেন তিনি। তিনি গোপনে সকল ইসলাম বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ আরম্ভ করলেন (যার প্রমাণ ইরানী কর্তৃপক্ষের নিকট মওজুদ আছে)। তিনি বলিষ্ঠনীতি পরিত্যাগ করে নরমপন্থী নীতি গ্রহণের জন্যে উপদেশ দানের কাজে নিয়োজিত হলেন। ডঃ সাহেব বিপ্লবের নির্মাতাদের নির্ভরযোগ্য শক্তি বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীকে শত্রু ভাবতে শুরু করলেন এবং নিয়মিত বাহিনী ও বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীর মধ্যে সন্দেহ-অবিশ্বাস সৃষ্টির চেষ্টা হতেও বিরত হলেন না। অথচ এগুলো ছিল সবই বিশ্বাসঘাতকামূলক কাজ। ইসলাম আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান। সে বিধানের অপূর্ণতা দূরীকরণের জন্যে আবার সমাজতান্ত্রিক বিধান থেকে কিছু ভিক্ষা করে আনতে হবে এমন ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণ কুফরী। ইরানী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে ইসলামের জন্যে, অন্য কিছুর জন্যে নয়। জাতীয় স্বার্থের যারা অতন্দ্র প্রহরী, যারা নিজেদের তাজা খুন ঢেলে বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করেছে তাদের বিরুদ্ধে শাহ আমলের রাজতন্ত্রের সমর্থক সৈনিকদের দ্বারা প্রভাবিত নিয়মিত বাহিনীকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া প্রচেষ্টা অবশ্যই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কাজ।

যা'ক ইরানী বিপ্লবী কর্তৃপক্ষ বনিসদরেরএসব বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্যে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খোমেনী যেমন বিপ্লবের সেনাপতি, তিনিও নিজেকে তেমনি একজন সেনাপতি ভাবলেন। বিপুল সংখ্যাধিক্যে তিনি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি যদি নির্দোষ হতেন তবে তার সমর্থক জনতা কেন বিদ্রোহ করলো না বরং তৎপরবর্তী নির্বাচনে পুনরায় ইমাম খোমেনীর প্রতিনিধিকেই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ট ভোটে জয়ী করলেন। বলা যেতে পারে বিরোধীতা করার পরিবেশ ছিল না। কিন্তু বাস্তবতা কি বলে? শাহের আমলেই কি পরিবেশ ছিল? অথচ সে চরম প্রতিকূল পরিবেশেওতো ইরানী জাতি নিরস্ত্র হয়েও বিপ্লবকে বিজয় পর্যন্ত পৌঁছিয়ে ছেড়েছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে বনিসদরকে তার কর্মফলই ভোগ করতে হচ্ছে। আর বনিসদরেরই যখন এ অবস্থা তার শিষ্য নওবারীর অবস্থা ভিন্নতর হবে কেন? অতএব তার বিষয়ে লিখে আর সময় নষ্ট করতে চাই না।

মোল্লাতন্ত্র কায়েম হওয়ার কারণে উগ্রপন্থী বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হওয়ার ফলে ইরান ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেউলিয়াত্ব

www.pathagar.com

প্রাপ্ত হচ্ছে, ইত্যিকার সব কত প্রচারণাই না ইরানী বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে চালান হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। একটা চরম রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পর ইসলামী ইরানের বর্তমান নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন হয়েছেন। বিপ্লবোত্তর কালে এমনি স্বল্প সময়ের মধ্যে সর্বদিক থেকে পুনর্গঠন কাজ সম্পন্ন করার ইতিহাস একমাত্র ইরানই সৃষ্টি করতে পেরেছে. দুনিয়ার কোথাও এমন নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই এসব ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না ইরানী কর্তৃপক্ষ। তারাতো বাস্তব কর্ম দিয়েই মিথ্যা প্রচারণাকারীদের মুখে কালি লেপন করে দিয়েছে। যখন ইরানী কর্তৃপক্ষ এসব বিষয় তোয়াক্কা করেন না সে ক্ষেত্রে একজন ভিনদেশী হয়ে আমি কেন মাথা ঘামাচ্ছি, এমন প্রশ্ন তো অবশ্যই উত্থাপিত হতে পারে। সে বিষয়টিই একটু আলোচনা করছি।

## মুসলিম দুনিয়ার ভাগ্য ইরানের সঙ্গে গাঁথা

সমগ্র ইসলামী দুনিয়ার ভাগ্য আজ ইরানের ভাগ্যের সঙ্গে এই সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। ইরান যদি ধ্বংস হয়ে যায় সারা দুনিয়ার ইসলামী আন্দোলন. স্তিমিত হয়ে যাবে, এমনকি দীর্ঘ সময়ের জন্যে বিলুপ্তও হতে পারে। দুনিয়ার মুসলমান-দের যে সকল সমস্যা তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে, তাদের অগ্রগতিকে করছে ব্যাহত সে'সব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ইরানই একমাত্র কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলছি, ইরানের হাজার হাজার সৈনিকের নিকট হতে ফিলিস্তিন উদ্ধার কল্পে শাহাদৎবরণের শপথ নেওয়া হচ্ছে এবং একটি বিরাট এলাকায় ইসরাইলের মানচিত্র অংকন করে তার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থান-গুলো নির্দিষ্ট করে সেগুলো ধ্বংসের বাস্তব মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারা দুনিয়ার কোথাও এমনটি হচ্ছে কি? ইরানই একমাত্র স্বাধীন, তাই স্বাধীনভাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ইরানের পক্ষেই গ্রহণ সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ ইরানই একমাত্র বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য বন্ধু। মুসলমান দেশ অনেকেই আছে কিন্তু তারা হয় দুর্বল, নয় বিদেশীর শৃংখলে আবদ্ধ, নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী জাতীয় নীতিই নির্ধারণ করতে পারে না। বন্ধুকে সাহায্য করবে কোত্থেকে? তাই জাতির দুর্দিনে ইরানকেই আমরা পাশে পেতে পারি বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে। তৃতীয়তঃ একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সার্বভৌমত্ব এবং সুনাম রক্ষার প্রশ্নে সকল মুসলমানদেরই তৎপর থাকতে হয়। এটা ঈমানী দায়িত্ব। এমনি অসংখ্য কারণ আমার

www.pathagar.com

হৃদয়ে অহরহই ঘুরপাক খাচ্ছে এবং ইরানের পক্ষে স্বোচ্চার হওয়ার ব্যাপারে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

## আমার আবেদন

এ জন্যেই এ পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি এবং বিবেকের তাড়নায় এ আবেদন রাখতে বাধ্য হচ্ছি যে, আজ ইসলাম বিরোধী শক্তি এবং সে তাদের সেবাদাসদের প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয়ে আপনাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব পাবার জন্যে ইরান কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ঢাকাস্থ রাষ্ট্রদূত বা তার নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভুল বুঝাবুঝি দুর করবেন। এবং তাদেরকে সঠিক উপদেশ দানের চেষ্টা চালাবেন।

ইরানের শিয়াগণ যেমন একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করেছেন নিজেরাও নিজেদের মাযহাব অনুমোদিত পথে তেমনি একটা হুকুমতে ইলাহিয়া কায়েমে আত্ম নিয়োগ করুন।

ইরানের ওলামাগণের পুস্তকাদি নিরপেক্ষ মন নিয়ে অধ্যয়নের চেষ্টায় নিয়োজিত হোন।

সারা দুনিয়ার মুসলমানদের অবস্থা, রাষ্ট্রগুলোর সার্বিক নাজুকতা, মুসলিম নেতৃবৃন্দের ভূমিকা, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন।

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি তখন আপনিও ইরানের প্রতি হৃদ্যতা অনুভব করবেন, গর্ব করবেন ইরানকে নিয়ে।

## দু'টি প্রশ্নের জবাব

আমার মূল বক্তব্য উপরোল্লিখিত স্তবকসমূহে উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষণে আমি দু'টি দৃশ্যমান বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্নের উত্তর দানের অভিপ্রায়ে মসিক্ষেপণ করতে চাই। প্রশ্ন করা হয়, ইরান যত্রতত্র ফটো ব্যবহার করছে অথচ এটি কি ইসলাম বিরোধী নয়? অবশ্যই আমাদের মাযহাবের অধিকাংশ আলেম ফটো বিশেষ করে জীবন্ত প্রাণী ও মানুষের ফটো তোলা এবং শোভাবর্ধনের জন্যে বা অন্য কোন

www.pathagar.com

কারণে ঝুলিয়ে রাখা বা এর (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ভিন্ন) অন্য কোন ব্যবহারকে হারাম মনে করে। কিন্তু সুন্নী সমাজেও এমন অনেক আলেম আছেন যারা ফটোকে নাজায়েজ মনে করেন না। বাংলাদেশের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী দলের সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তি যিনি সারা দেশময় পরিচিত, তিনি' বলেছেন যে তামুদ্দুনিক প্রয়োজনে ফটো জায়েজ। এ থেকে বুঝা যায় বিষয়টি বিতর্কমূলক। বিতর্কমূলক বিষয়ের ভিত্তিতে'ত কোন চূড়ান্ত রায় দেওয়া যায় না। শিয়া সম্প্রদায় ফটো তোলা বা অঙ্কন না জায়েজ মনে করে না যেটা না জায়েজ নয় সেটা যেকোন জায়েজ ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা চলে। ইরান ফটো ব্যবহার করছে, না জায়েজ কাজে নয় বরং ইসলামী আন্দোলনের বাস্তব প্রদর্শনীর মাধ্যমে অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্যে। ইরানের বিপ্লবের ফটোগুলো যারা স্বচক্ষে অবলোকন করবেন তিনি নিশ্চিত হবেন যে ফটো সেখানে শিরক সৃষ্টি করছে না বরং শিরকের উচ্ছেদের ব্যাপারে বিরাট সহায়তা করছে।

ইরাক-ইরান যুদ্ধ ইরানের একগুয়েমীর জন্যেই বন্ধ হচ্ছে না, এমনও অভিযোগ আসছে এবং মুসলিম স্বার্থের জন্যে অশ্রু বিসর্জিত হচ্ছে। কিন্তু বুঝতে হবে সেটা আর ইরান-ইরাক যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ হচ্ছে হক আর বাতিলের। তাইত বাতিলের সেবাদাস সাদ্দামকে সারা দুনিয়ার বাতিল শক্তি এবং তাদের বশংবদরা সর্বদিক থেকে সাহায্য করছে। আল্লাহ যেখানে বলছেন ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর তক্ষণ পর্যন্ত না ফাতনা-ফাসাদ দূর হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে একটা খালেছ ইসলামী রাষ্ট্র কি করে বাতিলের চাপ ও হুমকির সম্মুখে মাথা নত করে যুদ্ধ বন্ধ করে খোদা-বিরোধী শক্তির সঙ্গে আপোষ করতে পারে। আল্লাহ্ আমাদেরকে সকল সত্য হৃদয়ঙ্গম করার তৌফিক দিন।

ইসলামী বিপ্লব---জিন্দাবাদ! ইসলাম---জিন্দাবাদ!

———

www.pathagar.com

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ

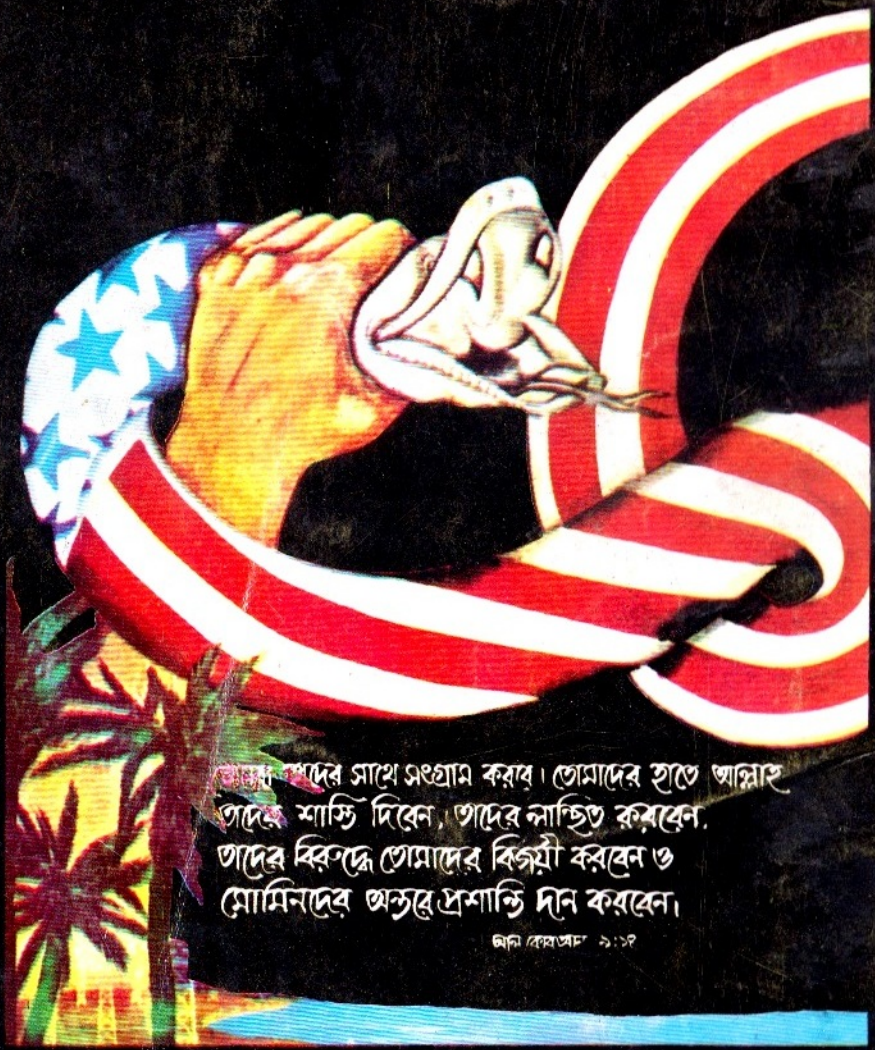

তোমরা তাদের সাথে সংগ্রাম করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ
তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন,
তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিজয়ী করবেন ও
মোমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করবেন।

আল কোরআন ৯:১৪